95766 - যে ব্যক্তি রোজা ভেঙ্গে ফেলার নিয়ত করে আবার সে নিয়ত থেকে ফিরে এসেছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: জনৈক মুসাফির ব্যক্তি রমযানের রোযা ভেঙ্গে ফেলার নিয়ত করেছিলেন। কিন্তু রোযা ভাঙ্গার জন্য কোন খাবার-দাবার না পেয়ে সে নিয়ত থেকে ফিরে আসেন এবং মাগরিব পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করার নিয়ত করেন। এখন তার এ রোযার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

কোন রোযাদার যদি রোযা ভাঙ্গার নিয়ত করে তাহলে তার রোযা বাতিল হয়ে যায়। রোযা ভাঙ্গার নিয়ত যদি হয় দ্বিধাহীন ও সুদৃঢ়; এমনকি পরবর্তীতে কোন খাবার-দাবার না পেয়ে নিয়ত পরিবর্তন করেন তবুও তার রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং তাকে এ দিনের পরিবর্তে অন্য একটি দিন রোযাটি কাযা করতে হবে। এটি মালেকি ও হাম্বলি মাযহাবের অভিমত।

তবে হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের অভিমত এর বিপরীত।[দেখুন: বাদায়উস সানায়ে ২/৯২, হাশিয়াতুদ দুসুকি ১/৫২৮, আল-মাজমু ৬/৩১৩, কাশশাফুল ক্বিনা ২/৩১৬]

নিম্নের আলোচনাতে তুলে ধরা হবে যে, রোযা বাতিল হওয়ার অভিমতটি অগ্রগণ্য; এ মতের ভিত্তিতে বলতে হয় যদি তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলার নিয়ত করেন, এতে কোন দ্বিধা ও সংশয় না থাকে; কিন্তু পরবর্তীতে রোযা ভাঙ্গার জন্য কিছু না পেয়ে নিয়ত পরিবর্তন করেন তদুপরি তার রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং এ রোযাটির কাযা পালন করা তার উপর অবধারিত হবে।

পক্ষান্তরে, সে ব্যক্তি রোযা ভাঙ্গবেন; নাকি ভাঙ্গবেন না এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকেন অথবা রোযা ভাঙ্গার বিষয়টিকে কোন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করেন; যেমন- আমি যদি খাবার বা পানীয় পাই রোযা ভাঙ্গব; অতঃপর রোযা ভাঙ্গার মত কোন কিছু না পান তাহলে তার রোযা সহিহ হবে।

একবার শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: জনৈক মুসাফির ব্যক্তি রমজানের রোযা ভেঙ্গে ফেলার নিয়ত করেছে। কিন্তু

রোযা ভাঙ্গার জন্য কোন কিছু না পেয়ে নিয়ত পরিবর্তন করেছে এবং মাগরিব পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করেছে। এ ব্যক্তির এ রোযার হুকুম কি?

উত্তরে শাইখ বলেন: তার রোযা সহিহ নয়। তার উপর কাযা আদায় করা ফরজ। কারণ সে ব্যক্তি যখন রোযা ভাঙ্গার নিয়ত করেছেন তখনই তার রোযা ভেঙ্গে গেছে। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি যদি বলত- পানি পেলে রোজা ভাঙ্গব; নচেৎ আমি রোযা পূর্ণ করব; এরপর পানি না পায়। তবে এ ব্যক্তির রোযা সহিহ হবে। কারণ ইনি নিয়ত ত্যাগ করেননি। বরং রোযা ভাঙ্গাটাকে বিশেষ কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন; তবে যেহেতু সে জিনিসটি পাওয়া যায়নি; সুতরাং তার প্রথম নিয়ত ঠিক থাকবে।

প্রশ্নকারী বলেন: আমরা সে ব্যক্তিকে কি জবাব দিতে পারি যিনি বলেন, কোন আলেম বলেননি যে, নিয়ত রোযাভঙ্গকারী বিষয়? তখন উত্তরে শাইখ বলেন: আমরা এ ব্যক্তিকে বলব, আলেমদের বই-পুস্তক (তথা ফিকাহর গ্রন্থ ও সংক্ষিপ্তসারগুলো) সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। 'যাদুল মুস্তানকি' গ্রন্থে এসেছে- যে ব্যক্তি রোযা ভাঙ্গার নিয়ত করেছে তার রোযা ভেঙ্গে গেছে।

আমি আপনাদেরকে অপরিচিত ও অযোগ্য লোকদের কাছ থেকে ইলম গ্রহণের ব্যাপারে সাবধান করছি। এ ধরণের কোন লোক যদি বলে, এ উক্তি আমার জানা নেই অথবা কোন আলেম এমন অভিমত দেননি; এ কথা থেকেও আমি আপনাদেরকে সাবধান করছি। এ ধরণের কথায় তারা সত্যবাদী হতে পারে। যেহেতু তারা আলেমদের গ্রন্থগুলো চিনে না; কিতাবপুস্তক তারা পড়েনি; সে সম্পর্কে তারা কিচ্ছু জানে না।

যদি আমরা ধরে নিই এ ব্যাপারে আলেমগণের কিতাবে আমরা কিছুই পাইনি; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি: "আমল হয় নিয়ত দ্বারা"। অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন।

যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলে থাকেন, আর এ ব্যক্তি রোযা ভাঙ্গার নিয়ত করে; তাহলে কি তার রোযা ভাঙ্গবে? হ্যাঁ; ভাঙ্গবে।[লিকাউল বাব আল-মাফতুহ থেকে সংকলিত, ২০/২৯]

আল্লাহই ভাল জানেন।